

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীরের দ্বারা জীবন্মুত হওয়ার জন্য অভ্যাস করো - 'আমিও আত্মা, তুমিও আত্মা' -- এই অভ্যাসের দ্বারা মমতা দূর হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কি? সেই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - সকল দেহধারীদের থেকে মমতা দূর হয়ে যাবে, সদা ভাই - ভাইয়ের স্মৃতি থাকবে - এটাই হল উচ্চ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে তারাই পৌঁছাতে পারবে, যারা নিরন্তর দেহী - অভিমानी হওয়ার অভ্যাস করে। দেহী - অভিমानी না হলে কোথাও না কোথাও আটকে যাবে, নয় নিজের শরীরে না হলে কোনো না কোনো মিত্র - সম্বন্ধীর শরীরে। তাদের কারোর কথা ভালো লাগবে বা কারোর শরীর সুন্দর মনে হবে। উচ্চ লক্ষ্যে যারা পৌঁছাবে, তারা কোনো দেহকে ভালবাসতে পারে না। তাদের দেহ - ভাবের বোধ ছিল হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের বলছেন - দেখো বাচ্চারা, আমি তোমাদের আমার তুল্য বানাতে এসেছি। এখন বাবা তাঁর নিজের তুল্য বানাতে কিভাবে আসবেন? তিনি হলেন নিরাকার, তিনি বলেন, আমি নিরাকার। বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিজের সমান অর্থাৎ নিরাকারী বানাতে, কিভাবে জীবন্মুত হতে হয় তা শেখাতে এসেছি। বাবা তো নিজেকেও আত্মা মনে করেন, তাই না। তাঁর এই দেহ - ভাব নেই। শরীরে থেকেও তাঁর শরীরের বোধ নেই। এই শরীর তো তাঁর নয়, তাই না। বাচ্চারা তোমরাও এই দেহ - ভাব দূর করো। তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের আমার সাথেই যেতে হবে। এই শরীর আমি যেমন লোন নিয়েছি, তেমনি আত্মারাও লোন নেয় ভূমিকা পালন করার জন্য। তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে শরীর ধারণ করে এসেছো। এখন আমি যেমন বেঁচে থেকেও এই শরীরে আছি কিন্তু পৃথক অর্থাৎ মৃত তুল্য। দেহ ত্যাগ করাকে মৃত্যু বলা হয়। তোমাদেরও এমনই জীবন্মুত হতে হবে। আমিও আত্মা, তোমরাও আত্মা। তোমাদেরও আমার সঙ্গে যেতে হবে, নাকি এখানে বসে থাকবে? এই শরীরে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের মোহ রয়েছে। আমি যেমন অশরীরী, তোমরাও তেমনি বেঁচে থেকেও নিজেদের অশরীরী মনে করো। আমাদের এখন বাবার সাথে চলে যেতে হবে। বাবার যেমন এই শরীর পুরানো, তোমাদের আত্মাদেরও এই শরীর পুরানো। এই পুরানো জুতো রূপী শরীরকে ত্যাগ করতে হবে। আমার যেমন এই শরীরের প্রতি কোনো মমত্ব নেই, তোমরাও এই পুরানো দেহ রূপী জুতো থেকে মমতা দূর করো। তোমাদের এই মমতা রাখার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমার এই অভ্যাস নেই। আমি জীবন্মুত অবস্থায় আছি। তোমাদেরও এমন জীবন্মুত হতে হবে। আমার সঙ্গে যেতে হলে এখন এই অভ্যাস করো। কত পরিমাণে দেহ - ভাব থাকে, তা আর বোলো না। শরীর রোগী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা তাকে ছাড়তে চায় না, তোমাদের এর থেকে মমতা দূর করতে হবে। আমাদের তো অবশ্যই বাবার সঙ্গে চলে যেতে হবে। নিজেকে শরীর থেকে পৃথক মনে করতে হবে। একেই জীবন্মুত বলা হয়। নিজের ঘরের কথাই মনে থাকবে। তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে এই শরীরে থেকে এসেছো, তাই তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বেঁচে থেকেও মরে যেতে হয়। আমি তো সাময়িক ভাবে এনার মধ্যে আসি। তাই নিজেকে মৃত মনে করলে অর্থাৎ নিজেকে আত্মা মনে করে চললে কোনো দেহধারীর প্রতিই আর মমতা থাকবে না। বেশীরভাগ সময় কারোর না কারোর প্রতি মোহ হয়ে যায়। ব্যস, তাকে না দেখে থাকতে পারে না। এই দেহধারীর স্মরণ একদম উড়িয়ে দেওয়া উচিত, কেননা লক্ষ্য খুবই বড়। খাওয়া দাওয়া করেও যেন এই শরীরে নেই। তোমাদের এমন অবস্থাই পাকা করতে হবে, তাহলেই আট রঞ্জের মালায় আসতে পারবে। পরিশ্রম ছাড়া উঁচু পদ পাওয়া সম্ভবই নয়। জীবন্মুত হয়েই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমি তো ওখানেরই অধিবাসী। বাবা যেমন এনার মধ্যে সাময়িক বসে আছে, তেমনি এখন আমাদেরও ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবার যেমন মমতা নেই, তেমনি আমাদেরও এতে কোনো মমতা রাখা চলবে না। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানোর জন্য বাবাকে তো এই শরীরে এসে বসতে হয়।

তোমাদের এখন ফিরে যেতে হবে তাই কোনো দেহধারীর প্রতি যেন মমত্ব না থাকে। অমুকে খুব ভালো, খুবই মিষ্টি -- আত্মার বুদ্ধি তো এইভাবেই চলে যায়, তাই না। বাবা বলেন, শরীরকে নয়, আত্মাকে দেখতে হবে। শরীরকে দেখলে তোমরা আটকে যাবে। এই লক্ষ্য হলো খুবই বড়। তোমাদেরও জন্ম - জন্মান্তরের পুরানো মমত্ব আছে। বাবার কোনো মমত্ব নেই, তাই তো তিনি তোমাদের শেখাতে এসেছেন। বাবা নিজেই বলেন, আমি তো এই শরীরে আটকে নেই, তোমরা আটকে রয়েছো। আমি তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি। তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন তোমরা শরীরের ভাব ত্যাগ করো। দেহী - অভিমानी হয়ে না থাকার কারণে তোমরা কোথাও না কোথাও আটকে যেতে থাকবে। কারোর কথা

ভালো লাগবে, কারোর আবার শরীরকে ভালো লাগবে, তাই ঘরেও তাদের কথাই মনে আসবে। শরীরের প্রতি প্রেম থাকলে তোমরা হেরে যাবে। এমনভাবে অনেকেই খুব খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন, স্ত্রী - পুরুষের সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। এও আত্মা আর আমিও। আত্মা মনে করতে করতে দেহ - ভাব অবলুপ্ত হবে। বাবার স্মরণেই বিকর্মের বিনাশ হবে। এই বিষয়ে তোমরা খুব ভালোভাবে বিচার সাগর মন্বন করতে পারো। বিচার সাগর মন্বন না করলে তোমরা উচ্ছসিত হতে পারবে না। এ কথা পাকা হওয়া উচিত যে, আমাদের বাবার কাছে অবশ্যই যেতে হবে। মূল বিষয় হলো স্মরণের। ৮৪ এর চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে, আবার শুরু হতে হবে। এই শরীর থেকে মমত্ব দূর না করলে তোমরা আটকে পড়বে, হয় নিজের শরীরে, আর নয় কোনো মিত্র - সম্বন্ধীর শরীরে। তোমরা অন্য কারোর সঙ্গে মনকে যুক্ত করবে না। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমি আত্মাও নিরাকার, বাবাও নিরাকার, ভক্তিমাগে অর্ধেক কল্প তোমরা বাবাকে স্মরণ করে এসেছো। "হে প্রভু" বললে শিবলিপ্সের স্মৃতিই সামনে আসে। কোনো দেহধারীকে "হে প্রভু" বলা যাবে না। সকলেই শিব মন্দিরে যায়, তাঁকেই পরমাত্মা মনে করে পূজা করে। উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান একজনই। উঁচুর থেকে উঁচু অর্থাৎ পরমধাম নিবাসী। ভক্তিতেও প্রথমে একজনেরই অব্যাভিচারী ভক্তি ছিলো। তারপর ব্যাভিচারী হয়ে যায়। তাই বাবা বারবার বাচ্চাদের বোঝান যে, উঁচু পদ পেতে হলে তোমরা এই অভ্যাস করো। দেহ বোধ ত্যাগ করো। সন্ন্যাসীরাও বিকার ত্যাগ করে, তাই না। আগে তো তাঁরা সতোপ্রধান ছিলো, এখন ওরাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সতোপ্রধান আত্মা আকৃষ্ট করে। অপবিত্র আত্মাদের টানে। কারণ আত্মা পবিত্র। যদিও তারা পুনর্জন্ম নেয় তবুও পবিত্র হওয়ার কারণে টানে। তাদের কতো ফলোয়ার্স তৈরী হয়। পবিত্রতার যত শক্তি থাকে, ততই ফলোয়ার্স তৈরী হয়। এই বাবা হলেন এভার পিওর আর গুপ্তও। ইনি তো ডবল তাই না! সমস্ত শক্তি হলো তাঁর। ব্রহ্মার নয়। শুরুতেও তিনিই তোমাদের টেনে এনেছেন, এই ব্রহ্মা নন, কারণ তিনি তো এভার পিওর। তোমরা কেউই এনার (ব্রহ্মার) পিছনে ছুটবে না। ইনি বলেন, আমি তো সবথেকে বেশী পুরো ৮৪ জন্ম প্রবৃত্তি মাগে ছিলাম। ইনি তো তোমাদের আকর্ষণ করতে পারবেন না। বাবা বলেন, আমি তোমাদের টেনে এনেছি। যদিও সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তবুও আমার মতো পবিত্র তো কেউই হবে না। তাঁরা তো সব ভক্তিমাগের শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। আমি এসে তোমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার শোনাই। চিত্রতেও দেখানো হয়েছে, বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়েছে আর ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়। এখন বিষ্ণু তো ব্রহ্মার দ্বারা শাস্ত্রের সার শোনান না। ওরা তো বিষ্ণুকেও ভগবান মনে করে নেয়। বাবা বোঝান, আমি এই ব্রহ্মার দ্বারা শোনাই। আমি কখনোই বিষ্ণুর দ্বারা শাস্ত্রের সার শোনাই না। কোথায় ব্রহ্মা আর কোথায় বিষ্ণু। ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন এরপর ৮৪ জন্মের পরে আবার সঙ্গম হবে। এ তো নতুন কথা, তাই না। বোঝানোর জন্য এ কতো ওয়ান্ডারফুল কথা।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের জীবন্মৃত হতে হবে। তোমরা তো শরীরে বেঁচে থাকো। তোমরা মনে করো, আমরা তো আত্মা, আমরা বাবার সাথে চলে যাবো। এই শরীর ইত্যাদি কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না। বাবা এখন এসেছেন, কিছু তো নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার করে দেবেন। মানুষ দান - পুণ্য ইত্যাদি করে অন্য জন্মে কিছু পাবার জন্য। তোমরাও নতুন দুনিয়ায় পাবে। তারাই করবে যারা আগের কল্পে করেছিলো। কম চেষ্টায় কিছুই হবে না। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে। কিছু বলারও দরকার নেই তাও বাবা বুঝিয়ে বলেন তোমরা যা কিছুই করবে তারও অহংকার আসা উচিত নয়। আমরা আত্মারা এই শরীর ত্যাগ করে যাবো। সেখানে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে নতুন শরীর ধারণ করবো। এমন বলা হয় যে - রাম গেলো, রাবণ গেলো.... রাবণের পরিবার কতো বড়। তোমরা তো অল্প কয়েক মুষ্টি। এ সমস্তই রাবণের সম্প্রদায়। তোমাদের রাম সম্প্রদায় কতো অল্প - মাত্র নয় লাখ। তোমরা তো ধরিত্রীর নক্ষত্র। মা - বাবা আর তোমরা বাচ্চারা। বাবা তাই বারবার বাচ্চাদের বোঝান যে, জীবন্মৃত হওয়ার প্রচেষ্টা করো। যদি কাউকে দেখে বুদ্ধিতে মনে হয় যে - এ তো খুবই ভালো, খুবই মিষ্টি করে বোঝায়, এও মায়ারই আঘাত, মায়ী লোভ দেখায়। তাদের ভাগ্যে নেই তাই মায়ী সামনে এসে দাঁড়ায়। যতই বোঝাও রাগ হয়ে যায়। এও বোঝে না যে, এই দেহ অভিমানই এই কাজ করচ্ছে। আবার বেশী বোঝালে ভেঙ্গে পড়বে তাই ভালোবেসে বোঝাতে হয়। কারোর প্রতি মন লেগে গেলে, পাগল হয়ে যায়। মায়ী একদম অবুঝ করে দেয় তাই বাবা বলেন, কখনোই কারোর নাম রূপে আটকে যেও না। আমি আত্মা, আর এক বাবা যিনি বিদেহী, তাঁর প্রতিই প্রেম রাখতে হবে। এতেই হলো পরিশ্রম। কোনো দেহের প্রতিই যেন মমতা না থাকে। এমন নয় যে ঘরে বসেও এমন কথা স্মরণে আসবে - খুব মিষ্টি, খুব ভালো বোঝায়। আরে, মিষ্টি তো জ্ঞান। আত্মা হলো মিষ্টি। আত্মাই কথা বলে। কখনোই কোনো শরীরের প্রতি প্রেমিক হবে না।

আজকাল তো ভক্তিমাগ অনেক। আনন্দময়ী মাকেও মা - মা বলে স্মরণ করতে থাকে। আচ্ছা, বাবা কোথায়? অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার থেকে পাবে নাকি মায়ের থেকে? কেবল মা - মা বললেই সামান্যতম পাপও কাটবে না। বাবা বলেন, মামেকম স্মরণ করো। নাম - রূপে আটকে যেও না, তাহলে আরো পাপ হয়ে যাবে, কেননা তোমরা তখন বাবার অবাধ্য

সন্তান হয়ে যাও । অনেক বাচ্চারাই ভুলে গেছে । বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিতে এসেছি, তাই অবশ্যই তোমাদের নিয়ে যাবো, তাই তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এক আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ কাটবে । ভক্তিমার্গে তোমরা অনেককে স্মরণ করে এসেছো কিন্তু বাবা ছাড়া কিভাবে কাজ হবে । বাবা কখনোই বলেন না যে, মাকে স্মরণ করো । বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো । আমিই হলাম পতিত - পাবন । তোমরা বাবার নির্দেশে চলো । তোমরাও বাবার নির্দেশে অন্যদের বোঝাতে থাকো । তোমরা কখনোই পতিত - পাবন নয় । স্মরণ তোমাদের একজনকেই করতে হবে । আমাদের তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই । বাবা, আমরা তোমার কাছেই আছি - সমর্পণ করবো । আত্মা সমর্পণ তো শিববাবার কাছেই করতে হবে, অন্যান্য সকলকেই ভুলে যেতে হবে । ভক্তিমার্গে তো অনেককেই স্মরণ করে । এখানে তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । তবুও যদি কেউ নিজের মত চালাতে থাকে, তাহলে কি গতি - সঙ্গতি হবে ! মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয় -- বিন্দুকে কিভাবে স্মরণ করবো? আরে, তোমাদের নিজের আত্মার কথা স্মরণে নেই কি, যে আমি হলাম আত্মা । সেও তো বিন্দু রূপ । তাই তোমাদের বাবাও বিন্দু । বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । মা তো দেহধারী হয়ে যায় । তোমরা বিদেহীর থেকেই অবিদেহী উত্তরাধিকার পাও তাই বাকি সব বিষয় ছেড়ে এক এর সাথে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দেহ ভাবকে সমাপ্ত করার জন্য চলতে - ফিরতে অভ্যাস করতে হবে -- যেন এই শরীরের দিক থেকে আমি মৃত, পৃথক । আমি যেন এই শরীরে নেই । শরীর ছাড়া আত্মাকে দেখো ।

২) কখনোই কোনো শরীরের প্রেমিক হবে না । এক বিদেহী বাবার প্রতিই ভালোবাসা রাখতে হবে । এক এর সাথেই বুদ্ধিযোগ রাখতে হবে ।

বরদানঃ-

সেবা আর স্ব-পুরুষার্থের ব্যালেন্সের দ্বারা ব্লেসিং প্রাপ্তকারী কর্মযোগী ভব কর্মযোগী অর্থাৎ কর্ম করার সময়ও যোগের ব্যালেন্স থাকবে । সেবা অর্থাৎ কর্ম আর স্ব পুরুষার্থ অর্থাৎ যোগযুক্ত - এই দুয়ের ব্যালেন্স রাখার জন্য একটাই শব্দ স্মরণে রাখা যে বাবা হলেন করাবনহার আর আমি আত্মা হলাম করণহার । এই একটা শব্দ খুব সহজে “ব্যালেন্স” এনে দেবে আর সকলের ব্লেসিং-ও প্রাপ্ত হবে । যখন করণহারের পরিবর্তে নিজেকে করাবনহার মনে করো তখন ব্যালেন্স থাকেনা আর মায়াও নিজের চাঞ্চ নিয়ে নেয় ।

স্নোগানঃ-

দৃষ্টির দ্বারা ভরপুর করার সেবা করতে হবে, তারজন্য বাপদাদাকে নিজের দৃষ্টিতে সমাহিত করে নাও ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;